গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
চলচ্চিত্র-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moi.gov.bd

নং-১৫.০০.০০০০.০৪১.২২.০০২.১৯- ৫৫

তারিখ: ২১ ফাল্গুন ১৪৩১
০৬ মার্চ ২০২৫

বিষয়: 'পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নীতিমালা, ২০২৫' এবং 'স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নীতিমালা, ২০২৫' ওয়েবসাইটে প্রকাশ প্রসঙ্গে।

উপর্যক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, 'পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নীতিমালা, ২০২৫' এবং 'স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নীতিমালা, ২০২৫'-এর প্রজ্ঞাপন সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত প্রজ্ঞাপনটি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

০২। বিষয়টি অতিব জরুরি।

সংযুক্তি: পূর্ণদৈর্ঘ্য এবং স্বল্পদৈর্ঘ্য নীতিমালা, ২০২৫-এর কপি।

৬/০৩/২৫

(মোছাঃ শারমিন আখতার)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন-৫৫১০০৪৬৩
E-mail : film2@moi.gov.bd

সিস্টেম এনালিস্ট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

E:\Unicode 08.06.2017\h\Anudan 2024-25\Letter 2024-25.docx

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মার্চ ৫, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
চলচ্চিত্র-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ ফাল্গুন ১৪৩১/২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নীতিমালা, ২০২৫

নং **১৫.০০.০০০০.০৪১.২২.০০২.১৯-৫১**—চলচ্চিত্র শিল্পে মেধা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা এবং বাংলাদেশের সকল জনগোষ্ঠীর আবহমান সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করার লক্ষ্যে শিল্পমান সমৃদ্ধ ও বহুস্বর বিবৃত করে এমন স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা প্রদানের জন্য বিদ্যমান 'স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নীতিমালা ২০২০ (সংশোধিত)' যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে নিম্নরূপভাবে নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

০১। **শিরোনাম:** এ নীতিমালা 'স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নীতিমালা, ২০২৫' নামে অভিহিত হবে।

২। **সংজ্ঞার্থ:** বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকলে এ নীতিমালায়:

২.১। **'অনুদান'** অর্থ এ নীতিমালার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহায়তা।

২.২। **'স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র'** অর্থ সেলুলয়েড, অ্যানালগ, ডিজিটাল বা অন্য কোনো মাধ্যমে নির্মিত কাহিনিভিত্তিক চলচ্চিত্র, প্রামাণ্যচিত্র, কার্টুনচিত্র, অ্যানিমেশন চিত্র, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক চলচ্চিত্র বা সরকার কর্তৃক সময় সময় বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো চলচ্চিত্র যার স্থিতিকাল (দৈর্ঘ্য) অনুর্ধ্ব ৩০ (ত্রিশ) মিনিট হতে হবে।

২.৩। **'অভিনয়শিল্পী'** অর্থ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণকারী অভিনেতা বা অভিনেত্রী।

মূল্য : টাকা ১২.০০

২.৪। **'পরিচালক'** অর্থ যিনি চলচ্চিত্র পরিচালনা করেন এবং চলচ্চিত্রের সৃজনশীল নির্দেশক।

২.৫। **'কলাকুশলী'** অর্থ চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চিত্রগ্রাহক, সম্পাদকসহ সৃজনশীল ও কারিগরি সহায়তা প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গ।

২.৬। **'প্রযোজক'** অর্থ চলচ্চিত্র নির্মাণে প্রয়োজনীয় অর্থ ও অন্যান্য সম্পদ সংগ্রহকারী এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি।

২.৭। **'চিত্রনাট্য'** অর্থ চলচ্চিত্রায়ণের নিমিত্ত লিখিত পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্য যা দ্বারা একটি সম্পূর্ণ চলচ্চিত্র নির্মাণ করা নির্মিত হবে।

০৩। অনুদানের সংখ্যা:

৩.১। প্রতি অর্থবছরে প্রাপ্ত বরাদ্দের আলোকে সর্বোচ্চ ২০(বিশ)টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রকে অনুদান প্রদানের জন্য বিবেচনা করা হবে। উপযুক্ত প্রস্তাব প্রাপ্তিসাপেক্ষে ন্যূনতম প্রামাণ্যচিত্র ০১ (এক)টি, শিশুতোষ ন্যূনতম ০১ (এক)টি, রাজনৈতিক ইতিহাস তথা আবহমান বাংলার সকল রাজনৈতিক অভ্যুত্থান, আন্দোলন ও বিপ্লব যা এই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের নিয়ামক সংক্রান্ত ন্যূনতম ০১(এক)টি এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাস তথা বাংলার ঐতিহ্য, মিথ ও ফোকলোর সংক্রান্ত ন্যূনতম ০১ (এক)টি চলচ্চিত্র অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৩.২। এ অনুচ্ছেদে যা কিছুই বর্ণিত থাকুক না কেন, কোনো অর্থবছরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ও উপযুক্ত প্রস্তাব না পাওয়া গেলে সে অর্থবছরে অনুদান প্রদান বন্ধ অথবা অনুদানের সংখ্যা কমানো যাবে।

০৪। অনুদানের অর্থের পরিমাণ:

৪.১। এ নীতিমালার আওতায় প্রতি অর্থবছরে স্বল্পদৈর্ঘ্য সম্পূর্ণ চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য নির্বাচিত প্রযোজক/আবেদনকারীকে অনুদান হিসেবে সর্বোচ্চ ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা প্রদান করা হবে।

০৫। আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অনুদানের জন্য চলচ্চিত্র নির্বাচন:

৫.১। চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য অনুদান সংক্রান্ত অর্থের ব্যবস্থাপনা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের নিকট ন্যস্ত থাকবে।

৫.২। চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ নীতিমালার আলোকে প্রাথমিকভাবে যাচাই-বাছাই করে সুপারিশ প্রদানের জন্য একটি 'চলচ্চিত্র বাছাই ও তত্ত্বাবধান কমিটি' গঠন করা হবে।

৫.৩। 'চলচ্চিত্র বাছাই ও তত্ত্বাবধান কমিটি' এর সুপারিশ পর্যালোচনাক্রমে অনুদান বরাদ্দের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অনুদান কমিটি গঠন করা হবে।

(ক) অনুদান কমিটি:

নিম্নবর্ণিত ০৯(নয়) সদস্য বিশিষ্ট **'অনুদান কমিটি'** গঠন করা হবে।

১. তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় উপদেষ্টা/মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী - সভাপতি

২. সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় - সদস্য

৩. অতিরিক্ত সচিব (চলচ্চিত্র) - সদস্য

৪. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন - সদস্য

৫. 'চলচ্চিত্র বাছাই ও তত্ত্বাবধান' কমিটির ০৪(চার) জন চলচ্চিত্র বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি - সদস্য

৬. যুগ্মসচিব (চলচ্চিত্র) — সদস্য সচিব

কার্যপরিধি:

১. 'চলচ্চিত্র বাছাই ও তত্ত্বাবধান' কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত গল্প/চিত্রনাট্য এবং প্রস্তাব/আবেদনসমূহ নীতিমালার বিবেচ্য বিষয় অনুসরণপূর্বক যাচাই-বাছাই করে অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের অনুমোদন প্রদান করবে।

২. 'চলচ্চিত্র বাছাই ও তত্ত্বাবধান' কমিটির বিবেচনায় কোনো বছরের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রস্তাব/চিত্রনাট্য মানসম্পন্ন বা উপযুক্ত বিবেচিত না হলে সে বছরের জন্য অনুদান প্রদান বন্ধ রাখার সুপারিশ অনুমোদন করবে।

৩. অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের ২য় কিস্তির অর্থছাড়ের অনুমোদন এবং ৩য় কিস্তির অর্থছাড়ের পূর্বে কমপক্ষে ৫০% রাফকাট অবলোকনপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৪. 'চলচ্চিত্র বাছাই ও তত্ত্বাবধান' কমিটির সুপারিশ পর্যালোচনাক্রমে অনুদান বরাদ্দের জন্য অনুদান কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। অনুদান বরাদ্দ এবং অর্থ ছাড়ের বিষয়ে অনুদান কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে। চলচ্চিত্র বাছাই ও তত্ত্বাবধান কমিটির সুপারিশ ব্যতীত অনুদান কমিটি কোনো চলচ্চিত্র অনুদানের জন্য বিবেচনা করতে পারবে না।

৫. চলচ্চিত্র বাছাই ও তত্ত্বাবধান কমিটির অনুমোদিত চিত্রনাট্য অনুযায়ী চলচ্চিত্র নির্মাণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রযোজক ও পরিচালককে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবে।

(খ) চলচ্চিত্র বাছাই ও তত্ত্বাবধান কমিটি:

নিম্নবর্ণিত ১১ (এগারো) সদস্যবিশিষ্ট 'চলচ্চিত্র বাছাই ও তত্ত্বাবধান' কমিটি গঠন করা হবে।

১. অতিরিক্ত সচিব (চলচ্চিত্র) - সভাপতি

২. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন - সদস্য

৩. যুগ্মসচিব (চলচ্চিত্র) - সদস্য

৪. প্রধান নির্বাহী, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট - সদস্য

৫. ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড - সদস্য

৬. সরকার কর্তৃক মনোনীত চলচ্চিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ ০৫ (পাঁচ) জন ব্যক্তি - সদস্য

৭. উপসচিব (চলচ্চিত্র-২) - সদস্য সচিব

কার্যপরিধি:

১. সরকারি অনুদানে চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য প্রস্তাব/আবেদন আহবান।

২. উপযুক্ততার ভিত্তিতে আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই।

৩. আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই করে সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরীকরণ।

৪. সংক্ষিপ্ত তালিকার প্রার্থীদের পিচিং-এর জন্য আহবান।

৫. পিচিং সেশনে সকল প্রার্থীর পিচিং শেষে স্বল্প সময়ের মধ্যে মেধা ও সৃজনশীলতার ভিত্তিতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুতপূর্বক চূড়ান্তভাবে নির্বাচনের জন্য সুপারিশ।

৬. নির্বাচিত চলচ্চিত্রসমূহের প্রিপ্রোডাকশন, প্রোডাকশন ও পোস্ট প্রোডাকশন প্রতিটি পর্যায়ে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও প্রয়োজনে পরামর্শ সহায়তা প্রদান।

৭. অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিস্তি প্রদানের জন্য চলচ্চিত্রের নির্মাণ কাজ অবলোকনপূর্বক রিভিউ শেষে অর্থছাড়ের সুপারিশ করা।

৮. নির্ধারিত সময়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্পন্ন বা অগ্রগতি সম্পর্কে তদারকি ও পরামর্শ প্রদান করা।

৯. অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের কার্যক্রম পরিচালনায় প্রযোজক/নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ বা সম্পৃক্ততা বজায় রাখা ও পরামর্শ অব্যাহত রাখা।

১০. মেধা ও সৃজনশীলতার ভিত্তিতে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র উন্নয়নে মেধাবী ও সৃজনশীল নির্মাতাদের সুযোগ প্রদান করে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিকাশে অবদান রাখা।

১১. গল্প/চিত্রনাট্য বাছাইপূর্বক চূড়ান্তকরণের জন্য অনুদান কমিটি'র নিকট সুপারিশকরণ।

১২.'চলচ্চিত্র বাছাই ও তত্ত্বাবধান' কমিটি অনুদানের জন্য প্রাপ্ত প্রস্তাব যাচাই-বাছাইপূর্বক সুপারিশ প্রদানের পাশাপাশি নির্মিতব্য চলচ্চিত্রের ২য় কিস্তির জন্য উপস্থাপিত রেকর্ডপত্র যাচাই এবং ৩য় কিস্তির জন্য দাখিলকৃত রাফকাট অবলোকনপূর্বক সন্তোষজনক বিবেচিত হলে অর্থছাড়ের সুপারিশ করবে। 'চলচ্চিত্র বাছাই ও তত্ত্বাবধান'কমিটি অনুমোদিত চিত্রনাট্য অনুযায়ী চলচ্চিত্র নির্মাণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রযোজক ও পরিচালককে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবে।

৬। আবেদন প্রক্রিয়া:

৬.১। অনুদানপ্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রতি অর্থবছরে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় বহুল প্রচারিত কমপক্ষে ৩ (তিন)টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা (২টি বাংলা ও ১টি ইংরেজি), মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জেলা তথ্য অফিস এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের স্ক্রলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের পর কোনো প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

৬.২। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর প্রযোজক/আবেদনকারী ব্যক্তি তাঁর প্রস্তাবিত চলচ্চিত্রের লগলাইন, সিনোপসিস, ট্রিটমেন্ট নোট, নির্মাণের সঠিক কর্ম-পরিকল্পনা ও সময় এবং বাজেটসহ একটি প্রস্তাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১২ (বারো) সেট জমা দিবেন। নির্ধারিত সময়ের পর কোনো প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হবে না।

৬.৩। প্রস্তাব দাখিলের সময় প্রযোজক/পরিচালক/চিত্রনাট্যকারের পূর্ণ নাম (জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী), ছবি, ঠিকানা (স্থায়ী ও বর্তমান), টেলিফোন নম্বর, টিআইএন নম্বর স্পষ্টাক্ষরে অবশ্যই প্রস্তাবে উল্লেখ করতে হবে। অন্যথায় প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে না।

৬.৪। অনুদানপ্রাপ্তির লক্ষ্যে গল্প, চিত্রনাট্য এবং বিস্তারিত নির্মাণ পরিকল্পনা ও আর্থিক পরিকল্পনাসহ পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ জমা দিতে হবে। এই সব দলিল ও তথ্যাদি পর্যালোচনাসাপেক্ষে নির্বাচিত নির্মাতা/ আবেদনকারীদের পিচিং-এর জন্য আহবান করা হবে।

৬.৫। প্রস্তাবিত বাজেটের কমপক্ষে শতকরা দশভাগ অর্থ প্রযোজক/প্রস্তাব দাখিলকারীর ব্যাংক হিসেবে জমা থাকতে হবে। আবেদনের সঙ্গে এ সংক্রান্ত প্রমাণক দাখিল করতে হবে।

৬.৬। প্রথম ধাপে বাছাইকৃত প্রস্তাবসমূহের পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্য, চলচ্চিত্রের প্রস্তাবিত শিল্পী ও কলাকুশলীদের নাম, পরিচালকের নির্মাণ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার বিবরণ, নির্মাণ সংস্থার কারিগরী ও আর্থিক সক্ষমতার বিবরণ, আউটডোর শ্যুটিং স্পটের বিবরণ, রিভাইজড বাজেট ও ফিন্যান্স প্ল্যানসহ পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ প্রস্তাবের ১২ (বারো) কপি সংশ্লিষ্ট প্রযোজকগণ পরবর্তী এক মাসের মধ্যে 'চলচ্চিত্র বাছাই ও তত্ত্বাবধান' কমিটি বরাবর দাখিল করবে।

৬.৭। 'চলচ্চিত্র বাছাই ও তত্ত্বাবধান' কমিটি প্রাপ্ত পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব যাচাই-বাছাইপূর্বক একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করে অনুদান কমিটি বরাবর দাখিল করবে।

৬.৮। দেশি গল্প/কাহিনির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট লেখক/সংস্থা/প্রকাশকের লিখিত সম্মতি/অনুমতি নিতে হবে। বিদেশি গল্প বা কাহিনির ক্ষেত্রে কপিরাইট আইন এর আওতায় সংশ্লিষ্ট লেখক/সংস্থা/প্রকাশকের অনুমতি নিতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র দাখিল করতে হবে।

৭। অনুদান প্রদানের জন্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

'চলচ্চিত্র বাছাই ও তত্ত্বাবধান' কমিটি প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ বাছাই-এর সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করবে:

৭.১। নির্মাতা/পরিচালকের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রস্তাবকারী পরিচালকের পূর্ব নির্মিত কমপক্ষে একটি চলচ্চিত্র অথবা নির্মাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক বা একাধিক চলচ্চিত্রে তাঁর ভূমিকা বিবেচনা করে 'চলচ্চিত্র বাছাই ও তত্ত্বাবধান' কমিটি পরিচালকের যোগ্যতা নির্ধারণ করবে।

৭.২। প্রস্তাবিত চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু, সংলাপ, চিত্রনাট্য সৃজনশীল ও গতিশীল হতে হবে। রাজনৈতিক ইতিহাস তথা আবহমান বাংলার সকল রাজনৈতিক অভ্যুত্থান, আন্দোলন ও বিপ্লব যা এই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের নিয়ামক, বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতি, লিঙ্গভিত্তিক সমতা ও মানবীয় মূল্যবোধ ধারণ করে এবং বহুস্বর বিবৃত করে এমন চলচ্চিত্রকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৭.৩। প্রস্তাবিত চলচ্চিত্রের জন্য মনোনীত শিল্পী-কলাকুশলীর নাম ও পোর্টফলিও/ফিল্মোগ্রাফি।

৭.৪। সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাণ সংস্থার কারিগরি, আর্থিক ও অবকাঠামোগত সক্ষমতা।

৭.৫। সংশ্লিষ্ট প্রযোজক কিংবা নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইস্যুকৃত হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স।

৭.৬। গল্পলেখক বা কাহিনিকারের সম্মতিপত্র।

৭.৭। প্রস্তাবিত চলচ্চিত্রটির গল্প মৌলিক মর্মে অঙ্গীকার নামা।

৭.৮। প্রযোজক বা প্রযোজক প্রতিষ্ঠানের টিআইএনসহ সর্বশেষ অর্থবছরের আয়কর রিটার্নের প্রত্যয়নপত্র।

৭.৯। নির্মাণাধীন, সমাপ্ত বা মুক্তিপ্রাপ্ত কোনো চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য অনুদানের জন্য বিবেচিত হবে না।

৮। অনুদানের অর্থ প্রদান পদ্ধতি :

৮.১। চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য অনুদান সংক্রান্ত অর্থের ব্যবস্থাপনা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের নিকট ন্যস্ত থাকবে।

৮.২। সম্পূর্ণ নির্মাণ অনুদানপ্রাপ্তির জন্য নির্বাচিত চলচ্চিত্রের নির্মাণ শুরু করার নিমিত্ত সাইনিং মানি (১ম কিস্তি/প্রি-প্রোডাকশন) হিসেবে অনুদানের ৩০% অর্থ প্রদান করা হবে। এ অর্থ প্রাপ্তির ০২ (দুই) মাসের মধ্যে শুটিং শিডিউল, বিস্তারিত প্রোডাকশন প্ল্যান, লোকেশন ব্যবহারের অনুমতিপত্র, শিল্পী ও কলাকুশলীদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের কপি ও অন্যান্য দলিলাদি পর্যালোচনাসাপেক্ষে 'চলচ্চিত্র বাছাই ও তত্ত্বাবধান' কমিটি সন্তুষ্ট হলে প্রযোজককে ২য় কিস্তি (প্রোডাকশন) হিসেবে ৪০% অর্থ প্রদান করা হবে। এ অর্থ প্রাপ্তির ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে চলচ্চিত্রের চিত্রায়িত অংশের কমপক্ষে ৫০% রাফকাট ও সংশ্লিষ্ট সকল শিল্পী ও কলাকুশলীদের সম্মতি প্রাপ্তির প্রত্যয়নপত্র (NOC) 'চলচ্চিত্র বাছাই ও তত্ত্বাবধান' কমিটি কর্তৃক অবলোকনপূর্বক সন্তোষজনক বিবেচিত হলে নির্মিত চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে অনুদানের ৩য় কিস্তি (পোস্ট প্রোডাকশন) হিসেবে আরও অনূর্ধ্ব ২০% অর্থ প্রদান করা হবে। সম্পূর্ণ চলচ্চিত্র নির্মাণে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের তারিখ থেকে কাহিনিচিত্রের ক্ষেত্রে অনধিক ১২ (বারো) মাস এবং প্রামাণ্যচিত্রের ক্ষেত্রে অনধিক ১৮ (আঠারো) মাস সময় নেওয়া যেতে পারে। তবে স্ক্রিপ্টের প্রয়োজনে যৌক্তিক বিবেচনায় সরকার অনধিক ০৩ (তিন) মাস করে সর্বোচ্চ ০২ (দুই) বার এ সময় বৃদ্ধি করতে পারবে।

৮.৩। চলচ্চিত্র নির্মাণ শেষে সার্টিফিকেশন সনদ গ্রহণপূর্বক এ সংক্রান্ত প্রমাণক মন্ত্রণালয়ে দাখিলের পর অবশিষ্ট ১০% অর্থ প্রদান করা হবে। সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্র সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ও বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডে ডিজিটাল ফরম্যাটে একটি কপি অবশ্যই জমা দিতে হবে।

০৯। অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র নির্মাণের শর্ত:

৯.১। অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র অনুদানের প্রথম চেক প্রাপ্তির পর কাহিনিচিত্রের ক্ষেত্রে অনধিক ১২ (বারো) মাস এবং প্রামাণ্যচিত্রের ক্ষেত্রে অনধিক ১৮ (আঠারো) মাসের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ করতে হবে। তবে স্ক্রিপ্টের প্রয়োজনে যৌক্তিক বিবেচনায় সরকার অনধিক ০৩ (তিন) মাস করে সর্বোচ্চ ০২ (দুই) বার এ সময় বৃদ্ধি করতে পারবে।

৯.২। শুধু বাংলাদেশের নাগরিক অনুদান প্রাপ্তির জন্য যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের সকল শিল্পী/কলাকুশলীকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। তবে বিশেষ ভূমিকায় অংশগ্রহণের জন্য যদি কোনো বিদেশি শিল্পী/কলাকুশলীর প্রয়োজন হয় তাহলে মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে উক্ত শিল্পী/কলাকুশলী অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

৯.৩। অনুদানে নির্মিত চলচ্চিত্র মৌলিক নয় বলে প্রমাণিত হলে প্রযোজক কর্তৃক অনুদান হিসেবে গৃহীত সমুদয় অর্থ ও সেবার মূল্য রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রচলিত ব্যাংক হারে সুদসহ ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে মর্মে একটি অঙ্গীকারপত্র প্রযোজ্য স্ট্যাম্প পেপারে আবেদনপত্রের সঙ্গে দিতে হবে। অবৈধ পন্থা অবলম্বন বা অনুদানের শর্ত লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সরকার সংশ্লিষ্ট নির্মাতা/অনুদান গ্রহণকারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজন মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৯.৪। উপযুক্ত কারণ ছাড়া যদি প্রযোজক অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্মাণ না করে অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলে রাখেন তাহলে সরকার বরাদ্দ আদেশ বাতিল করতে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল মালামাল ও বিষয় সম্পত্তি সরকার গ্রহণ করে নিজের অধিকারে নেওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করবে এবং প্রদত্ত অনুদানের অংশ সম্পূর্ণভাবে ফেরত পাওয়ার জন্য সরকার প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে অথবা যদি উপযুক্ত কারণ ছাড়া কোনো প্রযোজক অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র নির্মাণ যথাসময়ে শুরু না করেন তাহলে অনুদানের সম্পূর্ণ অর্থ তিনি পরবর্তী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে সরকারি কোষাগারে প্রচলিত ব্যাংক হারে সুদসহ চালান মারফত ফেরত দিবেন। অনুদানের অর্থ ফেরত দিতে ব্যর্থ হলে সরকারের প্রচলিত আইন অনুযায়ী অনুদানের অর্থ আদায়যোগ্য হবে।

৯.৫। নির্মিত চলচ্চিত্রের ভাষা ও বিষয়বস্তু অবশ্যই জেন্ডার সংবেদনশীল হতে হবে।

৯.৬। অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের চিত্রায়ন, এডিটিং, ডাবিং ইত্যাদি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানে সম্পন্ন করা যাবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন বিধি মোতাবেক তাদের সার্ভিস চার্জের ৫০% পর্যন্ত ছাড় দিতে পারবে। সেক্ষেত্রে প্রযোজক/নির্মাতা বিএফডিসি থেকে একটি প্রত্যয়নপত্র (NOC) সম্পূর্ণ নির্মাণ অনুদানের ৩য় কিস্তি গ্রহণের সময় জমা দিবেন। এক্ষেত্রে প্রযোজক/নির্মাতা /আবেদনকারীর কোনো সমিতির সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক নয়। যারা বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন থেকে কোনো সহায়তা বা সার্ভিস গ্রহণ করবেন না তাদের ক্ষেত্রে এই প্রত্যয়নপত্র (NOC) প্রয়োজন হবে না। তবে সে ক্ষেত্রে তিনি উক্তরূপ সার্ভিস গ্রহণ না করার কারণ সংবলিত লিখিত বিবৃতি মন্ত্রণালয়ে জমা প্রদান করবেন।

৯.৭। প্রযোজকের মৃত্যু হলে কিংবা প্রযোজকের পক্ষে চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্পন্ন করা অসম্ভব হলে সে ক্ষেত্রে অনুদান কমিটি সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রটির নির্মাণ সম্পন্নকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

৯.৮। নির্মিত চলচ্চিত্র জনসাধারণের জন্য প্রদর্শনের পূর্বে আইন মোতাবেক বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডের সনদপত্র গ্রহণ করতে হবে।

৯.৯। সরকারি অনুদানে নির্মিত চলচ্চিত্র ডিজিটাল ফরমেটে শ্যুট (Shoot) করে নির্মাণ করা যাবে। তবে দেশের অধিকাংশ জনগণের দেখার সুবিধার্থে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডে সার্টিফিকেশনের ও বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে সংরক্ষণের জন্য ফরমেট পরিবর্তন করে ডিভিডি/পেনড্রাইভ/হার্ডড্রাইভ অথবা অন্য কোনো গ্যাজেট ফরমেটে জমা দিতে হবে।

৯.১০। সরকারি অনুদানে নির্মিত চলচ্চিত্র রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস এবং দেশি/বিদেশি চলচ্চিত্র উৎসবে প্রযোজককে অবহিত করে অবাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রদর্শনের অধিকার সরকার সংরক্ষণ করবে।

৯.১১। সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে অনুদানপ্রাপ্ত মূল প্রযোজক সরকারি অনুমতি নিয়ে দেশি/বিদেশি সহযোগী প্রযোজক নিতে পারবে। তবে এ ক্ষেত্রে মূল প্রযোজকের নিকট চলচ্চিত্রের স্বত্ব থাকবে এবং সহযোগী প্রযোজকের নিকট কোনোভাবেই স্বত্ব হস্তান্তর করা যাবে না। আরও শর্ত থাকে যে, মূল প্রযোজকের জন্য যে শর্তাবলি প্রযোজ্য সহযোগী প্রযোজকের জন্য একই শর্তাবলি প্রযোজ্য হবে।

৯.১২। কোনো প্রযোজককে দুবারের বেশি অনুদান প্রদান করা হবে না এবং কোনো প্রযোজক পর পর দুবছর অনুদান পাওয়ার যোগ্য হবেন না। এছাড়া, স্বল্পদৈর্ঘ্য অনুদানপ্রাপ্ত প্রথম চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন সনদ গ্রহণ ব্যতীত কোনো প্রযোজক পুনরায় আবেদন করতে পারবে না।

৯.১৩। অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট প্রযোজক কর্তৃক শেষ কিস্তি প্রাপ্তির ৩(তিন) মাসের মধ্যে সার্টিফিকেশন সনদ গ্রহণপূর্বক এ সংক্রান্ত প্রমাণক মন্ত্রণালয়ে দাখিলের পর অবশিষ্ট ১০% অর্থ প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত কারণ বিবেচনা করে সরকার অনধিক ০৩ (তিন) মাস করে সর্বোচ্চ ০২ (দুই) বার এ সময় বৃদ্ধি করতে পারবে।

৯.১৪। চলচ্চিত্রটি প্রদর্শনের শুরুতেই "রাষ্ট্রীয় অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র" শব্দগুলো প্রদর্শন করতে হবে। চলচ্চিত্রটি মুক্তি প্রাপ্তির এক সপ্তাহের মধ্যে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।

৯.১৫। অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের অনুমোদিত কাহিনি, চিত্রনাট্য, পরিচালক, শিল্পী ও কলাকুশলী পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে। তবে বিশেষ পরিস্থিতি ব্যতীত অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের নাম পরিবর্তন যোগ্য নয়।

৯.১৬। অনুদানপ্রাপ্তির জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত চলচ্চিত্রের প্রযোজকগণকে চলচ্চিত্র নির্মাণ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় উল্লেখপূর্বক সরকারের সঙ্গে ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তি সম্পন্ন করতে হবে।

৯.১৭। অনুদান প্রদানের পর যুক্তিসঙ্গত কারণে সরকার বরাদ্দ আদেশ বাতিল করতে ও প্রয়োজনীয় নতুন শর্ত আরোপ করতে পারবে।

১০। পুনর্বিবেচনা: এ নীতিমালার আওতায় গৃহীত কোনো কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট কোনো পক্ষ সংক্ষুব্ধ হলে তিনি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রতিকার চেয়ে অনুদান কমিটির সভাপতি বরাবর আবেদন দাখিল করতে পারবেন। এতদ্‌বিষয়ে অনুদান কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

১১। ইতঃপূর্বে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত যে সকল চলচ্চিত্রের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়নি সে সকল চলচ্চিত্র এ নীতিমালার আওতাভুক্ত হবে।

১২। সরকার প্রয়োজনে অনুদান প্রদান সংক্রান্ত কাজ সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে কমিটি/উপকমিটি গঠন করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মাহবুবা ফারজানা
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd